R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—1

টেলিফোন : ৩৪-১০৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৭১শ বর্ষ, ২০শ সংখ্যা।
রঘুনাথগঞ্জ ৯ই আশ্বিন বুধবার, ১৩৯১ সাল
২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ সাল।
নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, ১৪৲ সডাক

এ বছর সান্ধিপূজো কোথাও সান্ধ্যে কোথাও বা ভরদুপুরে

বিশেষ সংবাদদাতা : বহু প্রতীক্ষিত দুর্গাপূজো এসে গেল। রবিবার দুপুরে ষষ্ঠাদি কল্পারম্ভে দেবী দুর্গার আমন্ত্রণ ও
অধিবাস দিয়ে পূজার শুরু। শেষ বৃহস্পতিবার রাত্রে দশমীতে বিসর্জনের মধ্যে। এই পূজোর রেশ কাটতে, না
কাটতেই এসে যাবে একের পর এক লক্ষ্মীপূজো কালীপূজো এবং জগদ্ধাত্রী পূজোও। বহু সমস্যা এবং রাজনৈতিক
বিবাদ সংঘাত সত্ত্বেও বাঙালীদের কাছে দুর্গাপূজোর আকর্ষণীয় আমেজ ভোলার নয়। এবার গজে আসছেন দেবী।
শাস্ত্রমতে দেশের পক্ষে এইভাবে দেবীর আগমন নাকি শুভদায়ক। কারণ গজে আগমন ফলং শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা।
অন্যদিকে দেবীর গমন দোলায়। ফল মড়ক। আগমন ও গমনের ফলাফল একেবারে বিপরীতধর্মী। কিন্তু এ নিয়ে
গবেষণা করার কিছু নেই।

এবারের দেবী পূজার সময় নির্ঘণ্টে দুই পঞ্জিকার দুই মত। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে দেবী দুর্গার ষষ্টি পূজোর শুরু দিবা ৩টে
৫৩ মিনিটে। গুপ্তপ্রেস মতে রাত্রি ৯-১৫-৪৩ সেকেণ্ডে। এবছর সান্ধিপূজোতেও দুটি সময় নির্দ্দিষ্ট। বিশুদ্ধ মতে
মঙ্গলবার দিবা ৩ ১১ গতে এবং গুপ্তপ্রেসের মতে, সন্ধ্যে ৭-২২-১৬ সেঃ গতে সন্ধিপূজা শুরু। পূজোর সবদিনই দুই পঞ্জিকার
দুই মত নির্দ্দিষ্ট থাকায় রাজ্যের মণ্ডপগুলিতে পূজো অনুষ্ঠানে সময়ের তারতম্য হবে। তবে জঙ্গিপুর এলাকায় এ সম্ভাবনা
নেই বললেই চলে। কারণ এখানে সর্ব্বত্রই পূজো হয় বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তের সময় সারণী অনুযায়ী।

এবারের পূজোর চাঁদার জুলুম নিয়ে পুলিশের কাছে প্রায় সর্ব্বত্রই কিছু কিছু অভিযোগ গেছে। গ্রেপ্তারও হয়েছে বেশ
কয়েকজন। ৩৪ নং জাতীয় সড়কে লরি ঘিরে চাঁদা আদায় রুখতে পুলিশকে কড়া ব্যবস্থা নিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।
শারদীয়ার প্রধান আকর্ষণ বিভিন্ন পত্রিকার পূজো সংখ্যাগুলি। রঘুনাথগঞ্জ থেকে স্থানীয় (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

পোষ্ট্যাল সুপারকে হত্যার দায়ে আর টি পি ডাককর্মী গ্রেপ্তার

বিশেষ সংবাদদাতা : ১৫ সেপ্টেম্বর বেলা ১০টা নাগাদ মুর্শিদাবাদ ডাকবিভাগের সুপারের অফিস ঘরে অনধিকার প্রবেশ ও তাকে আঘাত করে খুন করার চেষ্টার অভিযোগে পুলিশ এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে। যুবকটির সঙ্গে অবশ্য পাওয়া যায় একটি ব্যাগ। তাতে কিছু দরখাস্ত জাতীয় কাগজপত্র ও একটি ছোট ছাতা।

যুবকটি ডাক বিভাগেরই সদ্য নিযুক্ত একজন রিজার্ভ ট্রেণ্ড কর্মী। নাম রণজিত দাস। বাড়ী নবদ্বীপ। এক সাংবাদিকের সঙ্গে জেল হাজতের দুয়ারে এক সাক্ষাৎকারে যুবকটি বলে আমিতো কাউকে খুন করতে বা আঘাত করতে চাইনি। সুপারের কাছে আমি প্রতিবাদ জানাতে গিয়েছিলাম আর টি পি প্রথার বিরুদ্ধে। এই নিয়োগ প্রথা ভারতের লক্ষ লক্ষ বেকার যুবককে প্রলুব্ধ করে বঞ্চনার ও শোষণের গিলোটিনে যৌবনের সেরা সময়ের শক্তিকে বলি দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। আমি চেয়েছিলাম সকল আর টি পি কর্মীকে উদ্বুদ্ধ করে এই প্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে, ঐক্যবদ্ধ করতে। ধিক্কার জানাতে চেয়েছিলাম এই অমানবিক নিয়োগ প্রথার বিরুদ্ধে।

ডাকবিভাগে চাকরি করতে এসে রণজিত দাসের মোহভঙ্গ হয়েছে তার দুবছরের চাকুরী জীবনের ঘাত প্রতিঘাতের তরঙ্গাঘাতে। এ এক অদ্ভুত নিয়োগ। যখন প্রয়োজন তখন দশ, বিশ, পঁচিশ দিন দৈনিক ভাতায় চাকরি। কবে যে প্রকৃত ভাবে নিয়োগ পাওয়া যাবে তার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় সূচি নেই। একে এককথায় বলা যায় "শিক্ষিত বেগার প্রথা।" আমাদের সংবাদদাতা তার সঙ্গে দেখা করে জানতে পারেন, রঘুনাথগঞ্জ হেড পোষ্ট অফিসে রণজিত দাস কাজের আদেশ পান। কিন্তু যে কোন অজ্ঞাত কারণে বার বার তাকে কর্মহীন অবস্থায় থাকতে বাধ্য করা হয়। সে এই অব্যবস্থার প্রতিবাদ (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ফরাক্কা রুটে বাস ধর্মঘট মিটল

নিজস্ব সংবাদদাতা : মঙ্গলবার আর টি এ, মালিক প্রতিনিধি ও অরঙ্গাবাদ কলেজ কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর রঘুনাথগঞ্জ—ফরাক্কা রুটের বাস ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হয়েছে। বেনিয়াগ্রাম ও অরঙ্গাবাদ গ্রামের মধ্যে দিয়ে বাস যাতায়াতের দাবীতে একদল ছাত্রের পথ অবরোধের ফলে গত ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ওই রুটের সমস্ত লোকাল বাস বন্ধ ছিল। মালিক এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে ফরাক্কার জোনাল সম্পাদক দেবীরঞ্জন চক্রবর্ত্তী মঙ্গলবারের আলোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান, আলোচনায় ঠিক হয়েছে সকাল সাড়ে ৬টায় বেলা সাড়ে ১০ টায় এবং বিকেলের দিকে দুখানা করে বাস গ্রাম দুটির মধ্য দিয়ে যাতায়াত করবে। স্থানীয় কলেজ ও স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার জন্য। আলোচনার সময় এম এল এ শিষ মহম্মদ ও ডি এন কলেজের অধ্যক্ষ অনিল গুহ উপস্থিত ছিলেন।

জয়নালকে নিয়ে সি পি এমে বিরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ধুলিয়ান : আসন্ন লোকসভার নির্ব্বাচনে জয়নাল আবেদীনকে পুনর্বার প্রার্থী করার ব্যাপার নিয়ে সি পি আই (এম) এর সমসেরগঞ্জ, ফরাক্কা শাখার সদস্য ও কর্মীদের মধ্যে গোষ্ঠী বিরোধ দেখা দিয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য খবরে প্রকাশ। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক প্রভাবশালী দলীয় নেতা ফরাক্কা ও সমসেরগঞ্জ থানা নেতৃস্থানীয় কতিপয় নেতার আচার, আচরণ, অবৈধ উপায়ে ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি প্রভৃতির সমালোচনা করেছেন। আরোও জানা গেছে যে, অভিযোগ সমূহের মধ্যে আছে ব্যাপক দুর্নীতি, দলীয় কর্মীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি ও গোষ্ঠীতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, আমলাতান্ত্রিক মনোভাব প্রদর্শন প্রভৃতি। এ সমস্ত ঘটনা নিয়ে সমসেরগঞ্জ ও ফরাক্কা ব্লকে সি পি আই (এম) বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠির সংগে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সংঘাতের আশংকা দেখা দিয়েছে।

পাচারকারী গ্রেপ্তার চাল, গম আটক

ধুলিয়ান : শুক্রবার ধুলিয়ান গঙ্গা ফেরী ঘাটে বাংলাদেশে পাচারের জন্য ৫ কুইন্টাল চাল ও ৩ কুইন্টাল গমের ময়দা নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ আটক করেছে। এই মালের সংগে বাংলাদেশ সীমান্তবর্ত্তী পারশোভাপুর গ্রামের ইসরাইল সেখকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে চাল, গম, ভুট্টা, গরু, ছাগল পাচার হওয়ার কারণে সমসেরগঞ্জ ব্লক ছাত্র পরিষদ ও কংগ্রেস (ই) গত কয়েকদিন ধরে আন্দোলন ও জনমত গঠনকল্পে ব্যাপক পোষ্টার ও দেওয়াল লিখন করে চলেছেন। ব্লক ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাণাপ্রতাপ সিং এক সাক্ষাৎকারে (৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৯ই আশ্বিন বুধবার, ১৩৯১ সাল

মাথায় থাকুন মা দুর্গা

আর কয়েকটি দিন পরে মা আসিতেছেন। কিন্তু আসিয়া কি দেখিবেন? দেখিবেন—তাঁহার সন্তানের দল নয়নের জলে বুক ভাসাইতেছে। আর বন্যার জলে ভাসিয়া হাবুডুবু খাইতেছে। আকাশের জলে, বন্যার জলে আর নয়নের জলে সারা দেশ ছয়লাপ। কয়েকটি জেলা বাদে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মানুষ সেই দুর্গতির দুর্গে বন্দী। পরিত্রাণের পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না। ঘর ভাসিয়া গিয়াছে, ফসল পচিয়া গিয়াছে, সঞ্চয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, প্রাণহানি ঘটিয়াছে। সবই তো গিয়াছে—বাকী রহিল কি? দুর্গতির একশা হইয়া গিয়াছে। বন্যার বলি যাঁহারা হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে শুধু 'হায় হায়' বলিয়া 'ঠোঁটের সহানুভূতি' প্রকাশ ছাড়া আর কি উপায় আছে? কিন্তু যাঁহারা দুর্যোগ আর দুর্গতির সঙ্গে প্রাণের শেষবিন্দু শক্তি দিয়া লড়াই করিয়া যুদ্ধক্লান্ত সৈনিকের মত জীবন্মৃত অবস্থায় ধুঁকিতেছে তাহাদের জন্য দুর্গতিনাশিনী মা কি বরাভয় বহন করিয়া আসিতেছেন? মা বঙ্গে আসিয়া দেখিবেন ঘরে ঘরে অন্ধকার, গ্রামে গঞ্জে, সমতলে অসমতলে জলোচ্ছ্বাস, মাঠে-ঘাটে-বাটে গলিত শবের স্তূপ। মায়ের আগমনী গাহিবে কে?

পঞ্জিকাকারের গণনার ফল আজ অনিকেতহীন দুর্গত মানুষের কাছে ব্যর্থ পরিহাসের মত শোনাইতেছে। দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া যখন বন্যার তাণ্ডবলীলা চলিতেছে তখন শস্যপূর্ণ বসুন্ধরার চিন্তা—ভাবনা এখান হইতে বিদায় লইয়া 'মূর্খের স্বর্গে' বাসিয়া করিলে তেমন হাস্যকর বলিয়া মনে না হইতেও পারে। বন্যার সাথে আসিয়াছে—'নাই-নাই-এর দল'। কেরোসিন নাই, কয়লা নাই। এই বেলায় যাহাও আছে ঐ বেলায় তাহাও নাই। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়া মানুষ কত আর চলিবে? সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে কষ্টের, ক্লেশের, কান্নার। নিরানন্দময় সন্তানের সংসারে আসিলে মায়ের আনন্দময়ী সত্তা হারাইয়া যাইবে। বন্যার জলে যখন চণ্ডীমণ্ডপ ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে তখন তাঁহার দুর্গত সন্তানের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বলি—এইবার মাথায় থাকুন মা দুর্গা।

মা আসিতেছেন

—দুর্ম্মুখ

মা আসিতেছেন। তাঁর আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিতে ঢাকে কাঠি পড়িতেছে। কাঠামোয় মাটি চাপিয়াছে। ঢুলি ঢোলে চাটি দিয়া বোল ঠিক করিতেছে। ব্যবসাদারেরা দোকান ঘর রং করিয়া নানান ঢং-এ আসবাব সাজাইতেছে। পত্র পত্রিকা গোষ্ঠী রং বেরঙের বিজ্ঞাপনে আপন আপন উৎকৃষ্টতার ঘোষণা করিতেছে। সকলেই ব্যস্ত। নাগরিকরা চাঁদার ভয়ে ত্রস্ত। দীনদরিদ্ররা দিন গুজরানের ঠেলায় ব্যতিব্যস্ত। ক্লাবে ক্লাবে বারোয়ারী পূজা কমিটির সভ্যরা রসিদ বহি লইয়া পথে ঘুরিতেছে। ছোট ছোট ছেলেরা টিনের কৌটায় ফুটা করিয়া টং টং ঝনঝন করিয়া বাজনা বাজাইয়া পথচারীদের কাছে চাঁদা আদায় করিতেছে। কৌটায় কিছু না দিলে কাছায় টান দিতেছে। সবজীর বাজারে সবজীর দর হু হু করিয়া বাড়িতেছে। শ্রমিক কর্ম্মচারীরা বোনাসের স্বপ্ন দেখিতেছে। কর্ত্তার চোখে মুখে সর্ব্বনাশের ছায়া পড়িতেছে। গিন্নিরা পূজার ফর্দ্দ করিতেছেন। ছেলেরা আনন্দে নাচিতেছে। মহাজনেরা চড়া সুদে টাকা ধার দিতেছে। অধমর্ণরা ঋণের চাপে আরো অধঃপাতে যাইতেছে। ইতার মাঝেই রেডিওতে আগমনী সংগীত বাজিতেছে। পথ চলতি মানুষ কানপাতিয়া শুনিতেছে, চোখ মেলিয়া মঞ্চে মঞ্চে ম্যারাপ বাঁধা দেখিতেছে। মা বাবারা বিদেশস্থিত পুত্র কন্যার আগমনের দিন গুণিতেছে। এদিকে ঢাকের বাদ্যের সাথে সাথে আশপুঁজি মানুষের হৃৎপিণ্ড ধ্বক ধ্বক করিয়া লাফাইতেছে। রক্তচাপ বৃদ্ধি পাইতেছে। ডাক্তারের আয় বাড়িতেছে। বাড়িতেছে রোগের ডাক্তারের আয়। আর আয় বৃদ্ধি পাইতেছে মিষ্টান্ন বিক্রেতার। নানান মিষ্ট প্রস্তুত হইতেছে। কেহ খাইতেছে, কেহ দেখিতেছে। এইসবের মাঝেই মা আসিতেছেন। কৈলাসে আনন্দের বান ডাকিয়াছে। নন্দীভৃঙ্গী শিবের গাত্রে সুগন্ধী সাবান ঘষিয়া আঁষটে গন্ধ দূর করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। মাথার জটায় ফুলেল তেল দিয়া ঝুঁটি বাঁধিতেছে। গায়ে উগ্র সেন্ট ছড়াইতেছে। শিবকে মিলের ধুতি কোচা করিয়া পরাইয়া সভ্য সাজাইবার চেষ্টা চলিয়াছে। কার্ত্তিক টুইষ্ট অভ্যাস করিতেছে। সরস্বতী বীণাতারে ছড় টানিয়া ডিস্কো সঙ্গীত সাধিতেছে। লক্ষ্মী আপন ঝাঁপি রং করিয়া কড়ি দিয়া সাজাইয়া আকৃষ্ট করিতেছে। গণেশ কুৎকুতে চোখে মুচকি হাসিতেছে। তাহারিতো পোয়াবারো, বড় বাজারের অন্ধকার ঘরে তাহার উপহার সাজান হইতেছে। শিব ঘনঘন ঘড়ি দেখিতেছেন। আমরাও প্রস্তুত হইয়া সময় দেখিতেছি। মহালয়ায় রেডিওতে চণ্ডীপাঠ শুরু হইয়াছে। প্রভাতিলগ্নে আকাশবাণীতে সেই পুরাতন সুরধ্বনী বাজিতেছে। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু .. মা আগমনী প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মায়ের সন্তান হইতে না পারিলেও আমরা মহিষাসুরের সগোত্র হইতে পারিয়াছি। বর্ত্তমান বা ভবিষ্যত গঠন করিতে না পারিলেও আমরা ভূত হইতে পারিয়াছি। দেবতার পূজার আনন্দ মূর্চ্ছনার মধ্যে ভূতের নাচ, ভূতের কীর্ত্তন গাহিতে পারিতেছি। আনন্দের আতিশয্যে মায়ের কথা ভুলিয়া ডিস্কো গানের সাথে টুইষ্ট নাচিয়া আধুনিক হইতে পারিয়াছি।

॥ বিচিত্র সংলাপ ॥

দুর্গাপূজা বাঙালীর বড় আদরের (শ্রীরামচন্দ্র) মহাশক্তির অকালবোধন ঘটিয়ে রাবণ বধের শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন এবং সেই অকালবোধনএর শারদীয়া দুর্গাপূজাকে বাঙালী হিন্দু জাতীয় উৎসব বলে গ্রহণ করেছে।

আজ মানুষ দেবীপূজা করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। আর দেবী জগজ্জননী এরই অন্তরালে জ্ঞান পাপী উপাসকদের কীর্ত্তিকলাপ দেখে অলক্ষ্যে হাসছে।

সাধক 'রূপং দেহি যশং দেহি ধনং দেহি' স্তোত্র আওড়াচ্ছে, মা তখন সাধককে অন্তরাল থেকে বলছে—

"বৎস! তুমি কার ধ্যান করছ। এ সভ্য যুগে এখানে তোমার জপ ধ্যান করার জায়গাতো নয়। যাও—তুমি ঘরে ঘরে ক্যালেন্ডার বাজিয়ে ভোটের জন্য প্রস্তুত হও, প্রধান হওয়ার জন্য জপ ধ্যান কর। আমার সীমিত ক্ষমতা। আমার অস্ত্রে এখন আর কাজ হবে না। সবই ভোঁতা হয়ে গেছে। তোমার যুগ ইলেকট্রনিকের যুগ ছড়াছড়িতে আমার তেজ ক্রিয়া কি প্রকাশ পাবে? পরিবর্তনশীল এই জগতে আজ পরিবর্তন এসেছে। তাই বৎস, যাও—বর্গা পাট্টার খাতায় নাম লেখাও, এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিসে কার্ড কর, পাড়ায় পাড়ায় রঙীন জয় নিশান উড়িয়ে শ্লোগানের শংখধ্বনি দিয়ে ঘুমন্ত মানুষকে সজাগ কর। ব্যাঙ্কে খোঁজ কর, মিনিকীট, ডি আর ডি-এ লোন নাও তবেইতো ধন, রূপ, যশের অধিকারী হবে। মিছিমিছি আমার কাছে সময় নষ্ট করছ কেন? বৎস! যাও এখনো সময় আছে।"

'মা—, যাচ্ছি, কিন্তু আর কিছু প্রশ্ন আজ বন্যার প্লাবনে শস্যক্ষেত ডুবে যাচ্ছে, চুরি ডাকাতি রাহাজানি ধর্ষণে দেশ জর্জ্জরিত। নতুন পোষাক কেনা দুঃসাধ্য, সরিষার তেল, কেরোসিনের তেলের অভাবে ঘর অন্ধকার, পদ্মফুল শিউলী ফুল দেখা পাওয়া, তাও দুঃসাধ্য; রোগের ওষুধ মিলছে না, তোমায় প্রনাম করবো কিন্তু খুচরো কোথায় পাবো? একবার বলে দাও মা—?

তবে শোন "বৎস, আরও বৃক্ষরোপণ করে মাটির অবক্ষয় কর, নদীনালায় স্লুইচ গেট বসাও, কার্যদিবস সৃষ্টি কর, ব্যাঙ্কের লকারে সোনার গয়না জমা দাও, রুচিশীল পোষাক পর, অঞ্চল অফিসে, প্রাইমারী স্কুলে জামা কাপড়ের খোঁজ নাও, বাড়িতে ইলেকট্রিক বাতি জ্বালাও. পলিথিন প্লাসটিকের শিউলী পদ্ম ফুলএর টুনিবাল্ব তৈরী, আতর ছড়াও। ডাক্তার বাবুকে বকশিস দাও, জাল নোট দিয়ে ডিউ শ্লিপ নিয়ে এখনই এখান থেকে বিদেয় নাও।"

শচীন সাহা

লিডার্স ক্যাম্প

ফরাক্কা : গত ১৪ ৯-৮৪ জাফরগঞ্জ গ্রামে ফরাক্কা মহিলা সংঘ কর্তৃক এক মহিলা লিডার্স ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন গ্রামের মহিলারা উপস্থিত থেকে ক্যাম্পের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন। সভাপতিত্ব করেন জাফরগঞ্জ মহিলা সংঘের সভাপতি শ্রীমতী প্রভা রায়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ফরাক্কা পরিবার ও শিশু কল্যাণ প্রকল্পের চেয়ারম্যান শ্রীমতী বনানী রায় চৌধুরী। ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন নাগপুর সিভিল ডিফেন্স কলেজ থেকে বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত নীরেন দাস। তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বেসামরিক নিরাপত্তা বাহিনীর ইতিহাস তুলে ধরে গ্রামের মহিলাদেরও বেসামরিক নিরাপত্তার ব্যাপারে দায়িত্ব কর্তব্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন এবং ক্যাম্পে অংশ গ্রহণকারী মহিলাদের এই ব্যাপারে উৎসাহী হতে আহ্বান জানান।

নলকূপ সচল করতে কৃষি মন্ত্রীর উদ্যোগ কোথায় ?

ফরাক্কা, সমসেরগঞ্জ, সুতী ১ ও ২ ব্লকের গভীর নলকূপগুলি বিগত ১৯৭৮ সালের বন্যার পর থেকে অচল অবস্থায় প ড়ে রয়েছে। খোঁজ নিয়ে আরও জানা গেছে মাঠে মাঠে শুধু গভীর নলকূপগুলির ঘরই খাড়া আছে। মেশিন ইলেকট্রিক পোল ইত্যাদি সব কিছুই খোঁয়া গিয়েছে। অথচ নিযুক্ত কর্মচারীরা কাজ না করে বসে বসে নিয়মিত মাসহারা পাচ্ছেন। জলের অভাবেই এইসব এলাকার ধান ও গম চাষ মার খাচ্ছে। এগুলো কবে সারানো হবে ব্লকের বি ডি ও বা এই ওর কিছুই বলতে পারছেন না। গভীর নলকূপগুলি দীর্ঘদিন অকেজো, কোথায় গ্রামবাসীদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছে। বিষয়টি অনতিবিলম্বে প্রতিকারের জন্য রাজ্যের কৃষিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

থানা সুতীর অধীন ইচলিপাড়া মৌজায় অরঙ্গাবাদ বাজারে দিগম্বর ম ন্দি রে র ৺শ্রীশ্রীপরেশনাথদেব ঠাকুরের পক্ষে স্থানীয় জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্ত প্রতিনিধি ফুলচাঁদ শেঠি দিগর অস্থায়ী ভাড়াটিয়া পদ্মপলাশ কুণ্ডুর বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালতে যে ২০৭/৮৩ নম্বর মোকর্দমা আনয়ন করিয়াছেন উক্ত মোকর্দমায় জৈন সম্প্রদায় ভুক্ত যে কোন স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি বাদী শ্রেণী ভুক্ত হইতে পারেন তদ্বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ সংবাদপত্র মারফত আদালত মাধ্যমে নোটীশ দেওয়া হইল।

Sharistadar
Munsif 1st Court, Jangipur

বিজ্ঞপ্তি

থানা সুতীর অধীন ইচলিপাড়া মৌজায় অরঙ্গাবাদ বাজারে দিগম্বর ম ন্দি রে র ৺শ্রীশ্রীপরেশনাথদেব ঠাকুরের পক্ষে স্থানীয় জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্ত প্রতিনিধি ফুলচাঁদ শেঠি দিগর অস্থায়ী ভাড়াটিয়া পদ্মপলাশ কুণ্ডুর বিরুদ্ধে জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালতে যে অন্য ২০৬/৮৩ নম্বর মোকর্দমা আনয়ন করিয়াছেন উক্ত মো কর্দমায় জৈন সম্প্রদায় ভুক্ত যে কোন স্বার্থযুক্ত ব্যক্তি বাদী শ্রেণী ভুক্ত হইতে পা রে ন তদ্বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ সংবাদপত্র মারফত আদালত মাধ্যমে নোটিশ দেওয়া হইল।

Sharistadar
Munsif 1st Court, Jangipur

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

সমাবেশ ও মিছিল

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর মহকুমা সাবাভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের উদ্যোগে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের পাইকারী ব্যবসা রাষ্ট্রীয়করণ, মূল্যবৃদ্ধি রোধ, বিড়ি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী নির্দ্ধারণ, ডাকবংলা থেকে ধুলিয়ান পর্যন্ত বিকল্প রাস্তা, প রি ব হ ণ ব্যবস্থার উন্নতি, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জাতীয় সংহতি গড়ে তোলা ইত্যাদি দাবীতে এক সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। রঘুনাথগঞ্জ শহরের প্রধান রাস্তাগুলি পরিক্রমা করে শুরু হয় সমাবেশের সংক্ষিপ্ত সভা। বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সদস্য ও অভিজ্ঞ শ্রমিক নেতা আনেসুর জামান ও ইউসুফ হোসেন। পরে তাঁদের নেতৃত্বে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনের উত্তরে মহকুমা শাসক দাবীগুলি কার্যকরী করার আশ্বাস দেন বলে জানা গেছে।

সন্ন্যাসীডাঙ্গায় প্রস্তাবিত অমিয়বালা বালিকা বিদ্যালয়ের ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম শ্রেণী জানুয়ারী মাসে খোলা হইবে। তজ্জন্য শিক্ষক অশিক্ষক কর্মচারী প্রয়োজন। নিম্নস্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় ২০-১০-৮৪ মধ্যে দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে।

শ্রীধীরেশ্বর চক্রবর্ত্তী, সম্পাদক
পুরাতন হাসপাতাল রোড, রঘুনাথগঞ্জ

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি
কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ফোন: জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭
দুর্গাপুর সিমেন্ট ওয়ার্কস এর উন্নত মানের এবং নির্ভরযোগ্য ফ্রি সেল দুর্গাপুর সিমেন্ট আপনার চাহিদা মতো এখন রঘুনাথগঞ্জেও পাবেন।
একমাত্র পরিবেশক :—
এম, এল, মুন্দ্রা
পাকুড়তলা, রঘুনাথগঞ্জ
(বন্ধু সমিতি ক্লাবের পার্শ্বে)
হেড অফিস : সাহেববাজার, জঙ্গিপুর

বৈষ্ণব ধর্ম সম্মেলন

অরঙ্গাবাদ : গত ৯ হতে ১১ সেপ্টেম্বর নিমতিতার নিকটবর্ত্তী হাসিমপুর গ্রামে আনন্দধামে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য সেবাশ্রমে একটি হিন্দুধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতদঞ্চলের বহু মানুষ নানাভাবে অংশ গ্রহণ করেন। পূজা, আরতি, নাম সংকীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, সনাতন হিন্দুধর্ম ও সা মা জি ক অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা বক্তব্য রাখেন। এদের মধ্যে ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী, ডি এন কলেজের অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়, অ ধ্যা প ক জগবন্ধু মণ্ডল অধ্যাপক গো পী শ্ব র বিশ্বাস, নিমতিতা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক নীহারকুমার চৌধুরী, সহ প্রধান শিক্ষক জীবেন্দ্রকৃষ্ণ গো স্বা মী ও নিখিলেশ্বর গোস্বামী প্রধানতঃ বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। মায়াপুর হতে ইস্কনের তিনজন সন্ন্যাসীও এই সম্মেলনে স্লাইড সহযোগে শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্যের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা জনগণের সম্মুখ হাজির করেন। এই আশ্রমের ব্রহ্মচারী হরিদাস বাবাজী বক্তব্য ও লীলাকীর্ত্তনে মাধ্যমে অনুষ্ঠানকে আরো মনোগ্রাহী করেন।

বিজ্ঞপ্তি

১। নাম (ক) শ্রীশ্যামাপদ দাস
খ) শ্রীসুকুমার দাস পিতা—পাঁচকড়ি দাস
ঠিকানা—শ্মশান ঘাট রোড
থানা ও ডাকঘর—রঘুনাথগঞ্জ
জেলা—মুর্শিদাবাদ
মৌজা—সুজাপুর জে, এল, ৯৪
খতিয়ান নং ২০৪/৪৫৭ দাগ নং ১
জমির পরিমাণ ৫ শতক
২। নাম শ্রীমতী কল্যাণী সরকার
স্বামী ৺গয়াপ্রসাদ সরকার
ঠিকানা—পাকুড়তলা, ডাকঘর+থানা+মৌজা রঘুনাথগঞ্জ
জেলা মুর্শিদাবাদ
দাগ নং ৩০১ খতিয়ান নং ৭৪৩
জে, এল ৭০ জমির পরিমাণ ৮ শতক

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে উপরি ব র্ণি ত সম্পত্তিদ্বয় উল্লিখিত ব্যক্তিগণ তাহাদের স্বত্বদখলীয় স ম্প ত্তি বলিয়া দাবী করিতেছেন। এই ব্যাপারে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তির নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিবেন। অন্যথায় উল্লিখিত সম্পত্তিদ্বয় উপরি বর্ণিত ব্যক্তিগণের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া
জঙ্গিপুর শাখা

পোষ্টাল কর্মী ধর্মঘট

ফরাক্কা : ডাক বিভাগের কর্মীরা বিভিন্ন স্থানের মতো ফরাক্কা, ধুলিয়ান ও অরঙ্গাবাদ প্রভৃতি স্থানে গত ১৯ সেপ্টেম্বর ই ডিসহ পোষ্টম্যান ও চতুর্থ শ্রেণী কর্মীদের একদিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করা হয়। তাঁদের দাবীর মধ্যে চতুর্থ বেতন ক মি শ ন রূপায়ণের সংগে সংগে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের যে, অন্তর্বর্ত্তী রিলিফ দেওয়া হয়েছে তা এবং মহার্ঘ ভাতা, আনুপাতিক বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা উল্লেখযোগ্য। এই বিভাগের অন্যান্য কর্মচারীরা এই দিনটিকে সংহতিমূলক আন্দোলন হিসেবে এক ঘণ্টা পেন ডাউন ও টুল ডাউন কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করেন।

রঘুনাথগঞ্জ : গত ১৯ সেপ্টেম্বর রাজ্যের বামপন্থী পোষ্টাল কর্মচারী ইউনিয়নের ডাকে একদিনের ধর্মঘট পালন করা হয়। রঘুনাথগঞ্জে সে ধর্মঘট সফল হয়নি এবং জাতীয়তাবাদী কর্মচারী ইউনিয়নের সদস্যরা স্বাভাবিকভাবে কাজকর্ম করেছেন বলে ন্যা শা না ল ফোরামের জনৈক নেতা জানান।

পূজা-মহরম উপলক্ষে সভা

ফরাক্কা : গত ২০ সেপ্টেম্বর ফরাক্কা থানার নিমতলা গ্রামে ফরওয়ার্ড ব্লকের ডাকে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা নেতা কমঃ ইউসুফ হোসেন উক্ত সভায় সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির কুকর্মকলাপ তুলে ধরেন। ইসলামপুর, বহরমপুর ও ধুলিয়ানসহ জেলার অন্যান্য এলাকায় এই অশুভ শক্তির কার্য্যাবলীর উদাহরণ দিয়ে তিনি পূজা ও মহরমে সাম্প্রদায়িক ঐক্য রক্ষা করতে জনগণকে তৎপর ও ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান জানান।

শারদীয়া
জঙ্গিপুর সংবাদ, ১৩৯১
আত্মপ্রকাশ করল
এবারের বিশেষ আকর্ষণ—৬৫ পৃষ্ঠার একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস। এছাড়া মহাশ্বেতা দেবী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, কুমারেশ ঘোষের আকর্ষণীয় রচনা।
মূল্য—৩-০০ টাকা
গ্রাহকদের জন্য—২.৫০
সত্বর সংগ্রহ করুন

খেলার খবর

রঘুনাথগঞ্জ : অগ্নিফৌজ এ্যাঃ ক্লাবের সদস্য কৌশিক ঘোষ বাংলা স্কুল ফুটবল দলে এ বছরে নির্বাচিত হয়েছে। জঙ্গিপুর বাসীর অকৃত্রিম শুভেচ্ছা তাঁর আগামী দিনের সাফল্য বহন করুক।

কোথাও বা ভরদুপুরে

(১ম পৃষ্ঠার পর) সংবাদপত্রগুলির মধ্যে দুটির শারদ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে। বেরিয়েছে একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য গোষ্ঠীর সংকলনও। একটি ক্লাব থেকে থেকেও ইতিমধ্যেই বের করা হয়েছে স্মৃভেনীর সংকলন। তবে সমস্ত সংকলনকে ছাড়িয়ে গেছে জঙ্গিপুর সংবাদের শারদীয়া সংখ্যাটি। তাতে সংকলিত হয়েছে ৬০ পাতার একটি পূর্ণাংগ উপন্যাস এছাড়াও মহাশ্বেতা দেবী, সৈয়দ মোস্তাফা সিরাজ, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। কুমারেশ ঘোষ শুদ্ধসত্ত্ব বসু, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত দেশজোড়া নামী সাহিত্যিকদের লেখা-গুলিও সন্নিবেশিত করা হয়েছে ওই শারদ সংকলনে। রঘুনাথগঞ্জে দুর্গা-পূজোর সংখ্যা এবারেও ৯টি। জঙ্গিপুরে এই সংখ্যা ৫। এবারে পূজোর দিন-গুলিতে অনুষ্ঠানের তেমন কোনো খবর আমাদের কাছে আসেনি। পুলিশের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে প্রতিটি মণ্ডপে পুলিশীর ব্যবস্থা করার। মূলতঃ যান নিয়ন্ত্রণের জন্যই এটা করা হচ্ছে। এবারে মুসলিমদের মহরম অনু-ষ্ঠান পড়েছে শনিবার। দুর্গাপূজো পেরিয়ে যাবার পর। স্বভাবতই এ নিয়ে পুলিশ এখন দুঃচিন্তা মুক্ত। জেলাবাসীর কাছে আর একটি খবরও রীতিমত সুখবর বলতে হবে। বেসরকারীসূত্রে পাওয়া ওই খবরে জানা গেছে, আগামী ২ অক্টোবর মহাষ্টমীর দিন (গান্ধীজীর জন্মদিনেও বহরমপুরের টি ভি রিলে কেন্দ্রটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করার জন্য জোর চেষ্টা চলেছে। তবে শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব না হলে ওই রিলে কেন্দ্রটি নভেম্বর মাসের আগেই চালু করা হবে। বর্তমানে কেন্দ্রটির কাজ-কর্ম চলেছে অত্যন্ত দ্রুতলয়ে।

ডাককর্মী গ্রেপ্তার

(১ম পৃষ্ঠার)

করে ডাকপালের কাছে। কোন ফল হয় না রূঢ় বচন ব্যতীত কোন সদুত্তর সে পায়নি। সেই কারণেই এই ডাকঘর পরিদর্শনকালে সুপারকেও সে সবকিছু অবহিত করে একটি সুষ্ঠু নীতি গ্রহণের আবেদন জানায়। সুপার তাকে নিরাশ করেন। বরং তাকে রূঢ়ভাবে উপদেশ দেন চাকরী ত্যাগ করে চলে যেতে। এ ব্যাপারে অগত্যা রণজিত দাস পোষ্টমাষ্টার জেনারেলের নিকট আবেদন জানায় ও তাকে সারা পশ্চিম বাংলার যেখানে হোক নিয়মিত কর্মী পদে নিয়োগের দাবী জানায়। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের কাছ থেকে এ ব্যাপারে একটি রিপোর্ট চেয়ে সুপারের নিকট তাগিদ পত্র এসেছে। হতাশ রণজিত দাস তার ভাগ্য পরিবর্তনের কোন আশা না দেখে শেষ পর্যন্ত সুপারের অফিস কক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যায় সুবিচারের আশায়। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে সে এখন আসামী।

চাল, গম আটক

(১ম পৃষ্ঠার পর) জানিয়েছেন যে, তারা এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ মহকুমা শাসক, জেলা শাসক এ মুখ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ধুলিয়ান শহরের পাশ দিয়েই গঙ্গা নদী বয়ে চলেছে বাংলাদেশের পথে। সেই চোরা পথেই যায় আর আসে হরেক রকম পণ্যসামগ্রী। বর্ডারে যথারীতি সিকিউরিটি বাহিনী আছে। তবু ও এই কারবার চলছে অবাধে।

এ সি সি

আপনাদের পরিচিত ডিলারের নিকট হইতে
আসল এ সি সি সিমেন্ট ক্রয় করুন। ক্যাশ
মেমো ছাড়া সিমেন্ট ক্রয় করিবেন না।
নকল সিমেন্ট হইতে সতর্ক থাকুন!

ষ্টকিষ্টঃ দীপককুমার আরুকিয়া
রঘুনাথগঞ্জ
C/o পাতিয়া আগরওয়ালা
ফোন : রঘু ৩৩

জনপ্রিয় "রাকেশ" ব্রাণ্ডের ইট ব্যবহার করুন।

বিয়ের যৌতুকে, উপহারে ও নিত্য ব্যবহারের
জন্য সৌখীন ষ্টীল ফার্ণিচার

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী, সোফা কাম বেড, ষ্টীল চেয়ার, ফোল্ডিং খাট, ডাইনিং টেবিল, পিউরো ওয়াটার ফিল্টার ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন। এছাড়া অফিসের জন্য গোদরেজ, রাজ এণ্ড রাজ, বোম্বে সেফের যাবতীয় আসবাবপত্র কোম্পানীর দামে সরবরাহ করা হয়।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

এম পি বস্ত্রালয়ের
॥ স্থান পরিবর্তন ॥

২০শে সেপ্টেম্বর থেকে আমার দোকান রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া ষষ্ঠীতলা বাঁধাঘাটের নিকট চালু হচ্ছে।

শারদ উৎসবে গ্রাহকদের জন্য বিশেষ আকর্ষণ ঃ
জনতা শাড়ী—১১-৫০
নানা ডিজাইনের সিনথেটিক শাড়ী—৪০-৫০

এম পি বস্ত্রালয়ের
পক্ষে মৃণালকান্তি প্রামাণিক
রঘুনাথগঞ্জ বাজারপাড়া ॥ ষষ্ঠীতলা ॥ বাঁধাঘাট

জরুরী কাগজপত্র খোয়া গিয়াছে

ডাঃ রাধানাথ সরকারের ডিসপেনসারী থেকে আমার সংরক্ষিত স্মল সেভিংসের রসিদ ও কিছু এল আই সির জরুরী কাগজপত্র খোয়া গিয়াছে। কোন সহৃদয় ব্যক্তি উহা পাইয়া থাকিলে যদি অনুগ্রহ করে দিয়া যান তবে খুব উপকৃত হইব।

অমূল্যকুমার দাস (এজেণ্ট)
প্রযত্নে : পণ্ডিত প্রেস, রঘুনাথগঞ্জ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।